বর্তমান সরকারের দুই বছরে

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্জিত সাফল্য

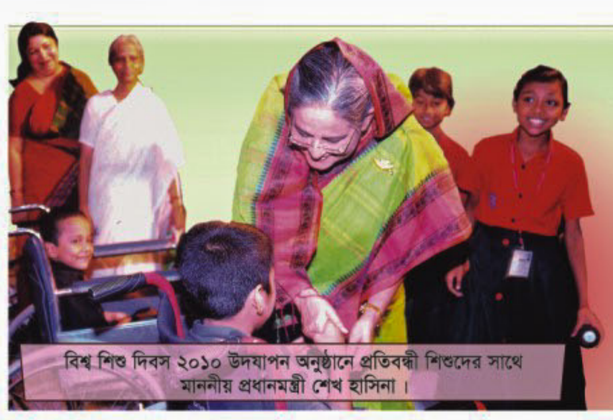

বিশ্ব শিশু দিবস ২০১০ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বিশ্ব শিশু দিবস ২০১০ উদযাপন অনুষ্ঠানে শিশুদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বেগম রোকেয়া দিবস ২০১০ এর পদক প্রাপ্ত আয়শা জাফরকে পদক পরিয়ে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী ও শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ নারী ও শিশু। নারী ও শিশুর সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতায়ন এবং সামগ্রিক উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য বর্তমান সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে নারীর দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার রোধ, কর্মক্ষেত্রে নারী নিরাপত্তা বিধান এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণসহ নারীর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান লক্ষ্য। ব্যাপক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, শ্রম বাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আইন ও নীতি প্রণয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ পাশ করা হয়।

'জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ মন্ত্রীসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

জাতিসংঘের সংশিষ্ট কমিটিতে পেশ করার জন্য নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদের (CEDAW) সমন্বিত ৬ষ্ঠ ও ৭ম পিরিয়ডিক রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়েছে।

মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ সরকারি মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য স্ববেতনে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে।

শিশুদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম

শিশুদের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মভিত্তিক শিশুতোষ গ্রন্থমালা প্রকাশের প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে ৮০৫৮টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।

আইলাদুর্গত এলাকায় ১৫০০০ শিশুকে শিশু বান্ধব পরিবেশে মৌলিক সেবা প্রদানসহ এসিড ভিকটিম শিশুদের জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

শিশুদের বিনোদনের জন্য ওসমানী উদ্যানে শিশু কর্ণার, গুলশান-তালতলা পার্কে শিশুদের জন্য একটি প্রজাপতির ভাস্কর্য এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে একটি শিশু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

দরিদ্র শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম এর অধীন মিরপুরের বাউনিয়া বাধে শিশুদেরকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

২০১০-১১ অর্থবছরে ১০টি দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ৩০টি জেলায় শিশুদের কম্পিউটার প্রশিক্ষন কর্মসূচী অনুমোদিত হয়েছে।

শিশু একাডেমীর মাধ্যমে হতদরিদ্র শিশুদের প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে বাউনিয়া বাঁধ আইডিয়াল হাই স্কুল চত্বরে চিত্রাংকন প্রশিক্ষন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুকে শিশু বান্ধব পরিবেশে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। অপরদিকে মৌলভীবাজার চা বাগানে ২৪টি কেন্দ্রে চা-শ্রমিকদের শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশকালীন সময়ে তার চিন্তা, মেধা ও মননের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দানের জন্য অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করে সিসিমপুর আউটরীচ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এম্পাওয়ারমেন্ট এন্ড প্রোটেকশন অব চিলড্রেন প্রকল্পের আওতায় ২৯টি জেলায় ২৮৬০টি ক্লাবের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের বাল্য বিবাহ, ইভটিজিং, যৌতুক, শিশু অধিকার, দুর্যোগ মোকাবেলা, সাঁতার ইত্যাদি বিষয়ে জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক সংগীত, নৃত্য, গীটার, তবলা আবৃত্তি, চিত্রাংকন ইত্যাদি বিষয়ে ৬ থেকে ১৩ বছর বয়সী মোট ৩৯০০ জন শিশুকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ১০০ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ৪৪টি শিশুতোষ বই ও মাসিক শিশু পত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

২০০৯ সনের জুন মাসে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে আন্তর্জাতিক চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশসহ ৩৩টি দেশের শিশুরা অংশগ্রহণ করে।

ডিজিটালাইজেশন

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর নিজস্ব ওয়েবসাইট আপডেট করে যুগোপযোগী করা হয়েছে। ডিজিটালাইজেশনের আওতায় বেগম রোকেয়া ডকুমেন্টেশন সেন্টারে বই পত্রের অটোমেশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৪৯০টি কম্পিউটার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগসহ ৭৯টি কম্পিউটার বিতরণ করা হয়েছে।

হতদরিদ্র মহিলাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অধীনে পরিচালিত কার্যক্রম

মাতৃত্বকালীন ভাতা

২০০৯-১০ অর্থ বছরে মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীর সংখ্যা ৬০,০০০ থেকে ৮০,০০০ এ উন্নীত করা হয়। ভাতার পরিমান টাকা ৩০০/- থেকে টাকা ৩৫০/- উন্নীত করা হয়। ২০১০-১১ অর্থ বছরে এ উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৮৮,০০০ করা হয়েছে।

কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল

২০১০-২০১১ অর্থ বছরে শহরাঞ্চলে কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল শীর্ষক কর্মসূচীর আওতায় ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ তহবিল হতে শহরাঞ্চলের কর্মজীবি গর্ভবতী মায়েদের জন্য জন প্রতি ৩৫০ টাকা প্রতিমাসে ভাতা প্রদান করার পদক্ষেপ প্রথমবারের মত গৃহীত হয়েছে। শহরাঞ্চলে গার্মেন্টসে কর্মরত মোট ৬৭,৫০০ জন দরিদ্র গর্ভবতী মা এ ভাতা পাবেন।

ভিজিডি কর্মসূচী

বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সারাদেশে ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় হতদরিদ্র ৭,৫০,০০০ হাজার মহিলাকে মাসে ৩০কেজি চাল/গম বা ২৫ কেজি পুষ্টি আটা প্রদান করা হচ্ছে।

বিত্তহীন দরিদ্র মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম (VGDUP)

৮০,০০০ হতদরিদ্র মহিলাকে মাথাপিছু ৪০০/- টাকা হারে ৫৭ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা বিতরন করা হয়েছে। সেই সাথে আয়বর্ধক প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে ও ৪৮,৮২০ জন মহিলার মাঝে ৩০ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার আয়বর্ধক সম্পদ বিতরন করা হয়েছে।

সাধারণ, বিশেষ ও স্বেচ্ছাধীন অনুদান বিতরন

২,৬২২টি মহিলা সমিতির মাঝে ৫,৪২,৩০,৫০০/- (পাঁচ কোটি বিয়ালিশ লাখ ত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে।

ভিজিডিইউপি প্রকল্পের অধীন কুড়িগ্রামে বিত্তহীন মহিলাদের মাঝে চাল বিতরণ করছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি।

সুপেয় পানি সরবরাহ ও পয়নিষ্কাশন প্রকল্প

প্রকল্পঃ জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে চর বোরহানউদ্দীন ও চর ফ্যাশন দুর্যোগ কবলিত উপজেলায় মহিলা ও শিশুদের সুপেয় পানি সরবরাহ ও পয়নিষ্কাশন সুবিধা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন

২০০৯-১০ অর্থ বছরে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীতে নারীর অংশীদারিত্ব সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রথম বারের মত ৪টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করা হয় (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমাজকল্যাণ এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়)।

এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে তা বৃদ্ধি করে ১০টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার ভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ সভা ও সেমিনার

গত ২২/০৪/২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পুনর্গঠিত জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD) এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৩-৫ অক্টোবর, ২০১০ তারিখে ঢাকায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউনিফেম এর যৌথ উদ্যোগে ৭ম দক্ষিণ এশিয় আঞ্চলিক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলন শেষে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূর করে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাওয়া এবং এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে আঞ্চলিক সহযোগিতার হাতকে আরো শক্তিশালী করণের অঙ্গীকার নিয়ে "ঢাকা রেজুলিউশন ২০১০" গৃহীত হয়।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৭ম দক্ষিণ এশিয়ান রিজিওনাল মিনিস্টারিয়াল কনফারেন্সে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ফেব্রুয়ারী, ২০১০ নিউইয়র্কে COMMONWEALTH GENDER CHAIR গ্রহণ করে বাংলাদেশ।

গত ৬-৭ ডিসেম্বর, ২০১০ Commonwealth Gender Plan of Action Monitoring Group (CGPMG) এর সভা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। Commonwealth ভুক্ত দেশসমূহের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী ও সচিবগণ এ সভায় অংশগ্রহণ করে।

SAARC Gender Info Base ঃ সার্ক দেশ সমূহের নারীদের প্রতি সহিংসতা, নারীর স্বাস্থ্য ও নারী দারিদ্র বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ পূর্বক তথ্যভান্ডার তৈরী করার জন্য বিগত ১৭/০৮/২০১০ তারিখ ঢাকায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমী, জিরানী, সাভার পুনরায় চালু করা হয়েছে। ২০০ জন মহিলাকে সেলাই ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কম্পিউটার প্রশিক্ষন কেন্দ্র ঃ ৪,৫০০ জন শিক্ষিত বেকার মহিলাদের জাতীয় মহিলা সংস্থার অধীন ৩০টি জেলায় 'জেলা ভিত্তিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ' কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

জাতীয় মহিলা সংস্থার অধীন নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ঢাকাসহ মোট ৬টি জেলায় ১৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১,০৩০ জন দরিদ্র, বেকার ও বিত্তহীন মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাগণের হাতের তৈরী দ্রব্যাদি প্রদশর্নী ও বিক্রয়ের জন্য ঢাকা আনারকলি সুপার মার্কেটে "সোনার তরী" নামে একটি বিক্রয় ও প্রদশর্নী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

দুঃস্থ অসহায় মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ১,৩১৬ টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম

ওসিসির কার্যক্রম ঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল ও খুলনা ওসিসি থেকে জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত নির্যাতনের স্বীকার মোট ৪১২৭ জন নারী ও শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। রংপুর বিভাগে ওসিসি স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ডিএনএ ল্যাবরেটরী কার্যক্রম ঃ ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী হতে জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত মোট ৬৯৯টি মামলার ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারঃ ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার হতে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত মোট ২৯০ জন নির্যাতিত নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ছয়টি ওসিসি, ডিএনএ ল্যাব, এনজিও কর্মকর্তা এবং মাধ্যমিক বালক-বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ মোট ৩৫১ জনকে কাউন্সিলিং এর উপর সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১০ উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ২৭ ও ২৮ অক্টোবর ২০১০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার এর কার্যক্রম প্রদর্শিত হয়।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে দেশের সব ক'টি জেলায় মানববন্ধন পালন করা হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন।

নির্যাতন প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাঃ বিগত ১১ নভেম্বর ২০১০ তারিখে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের উদ্যোগে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে রুপরেখা নির্ধারনের জন্য মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলঃ জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে নির্যাতিত নারীদের পারিবারিক বিরোধ নিরসন, মোহরানা ও ভরণপোষণের অর্থ আদায়সহ প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে গনসচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান ও র‍্যালী ঃ সারাদেশে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান, র‍্যালী ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদযাপনে দেশের ৬৪ জেলায় একই সময়ে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে গণমাধ্যমে তিনটি বিজ্ঞাপন ও থিমসং প্রস্তুত করে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

বেগম রোকেয়া ডকুমেন্টেশন সেন্টারঃ বেগম রোকেয়া ডকুমেন্টেশন সেন্টারটি মূলত একটি রেফারেন্স সেন্টার। বর্তমানে এই সেন্টারে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, নারী, শিশু, জেন্ডার ও বিবিধ বিষয়ে প্রায় ১৪০০টি বই, ১৮০০টি রিপোর্ট এবং ৩৫টি জার্নাল রয়েছে।

কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল :

কর্মজীবী মহিলাদের নিরাপদ আবাসনের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে ৭টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল আছে। কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের মধ্যে ঢাকা শহরে ৩টি, যশোহর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং খুলনায় ১টি করে অবস্থিত।

দিবাযত্ন কেন্দ্রঃ নিম্নবিত্তদের জন্য ঢাকা শহরে ৭টি এবং অন্যান্য বিভাগীয় শহরে ৫টি মোট ১২টি দিবাযত্ন কেন্দ্র রয়েছে।

উঠান বৈঠক ও কমিউনিটি মিটিং :

নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতার উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের অধীনে সিলেট ও কক্সবাজার জেলায় প্রতিমাসে ১৮০টি উঠান বৈঠক ও কমিউনিটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিক, এন্ডোক্রিন মেটাবলিক হাসপাতাল মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির যৌথ উদ্যোগে মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিক, এন্ডাক্রিন মেটাবলিক হাসপাতাল প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন করে মহিলা ও শিশুদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা। কাজের ভৌত অগ্রগতি ৯৯%।

জাতীয় মহিলা সংস্থার কার্যক্রম

মহিলাদের আত্ম-কর্ম সংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত "মহিলাদের আত্ম-কর্ম সংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম" এর আওতায় সরকার হতে জাতীয় মহিলা সংস্থার অনুকুলে এ যাবৎ প্রাপ্ত ১৩,৫০,০০,০০০/- (তের কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দ্বারা দেশের ৫৮টি জেলার ৫৮টি সদর উপজেলা এবং সংস্থার ৪৮টি উপজেলা সর্বমোট ১০৬টি কেন্দ্রে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

আদায়কৃত ঋণের অর্থ পুণরায় ঘুর্ণায়মান পদ্ধতিতে আরও ২৬,৮০,৯৯,৮৭৮/- (ছাব্বিশ কোটি আশি লক্ষ নিরানব্বই হাজার আটশত আটাত্তর) টাকা ২৬০০৩ জন মহিলার মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ১৮,৯০,৭৪,৭৩৩/- (আঠার কোটি নব্বই লক্ষ চুয়াত্তর হাজার সাতশত তেত্রিশ) টাকা আদায় করা হয়েছে। আদায়ের হার ৭০.৫২%।

জাতীয় মহিলা সংস্থার অধীন প্রশিক্ষনার্থীদের তৈরী করা কাপড় বিপননের জন্যে রাজধানীর মৌচাক মার্কেটে সোনারতরী নামক বিপনন কেন্দ্রের উদ্বোধন করছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সম্মর্ধনা

মহান বিজয় দিবস ২০১০ উপলক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থার উদ্যোগে ১৯ ডিসেম্বর ২০১০ বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব অডিটরিয়ামে "মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা" দেয়া হয়। ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ ১১জন বিশিষ্ট মহিলা মুক্তিযোদ্ধাকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন (১) সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন (২) বেগম জাহানারা কামরুজ্জামান (৩) অধ্যাপক মমতাজ বেগম এ্যাডভোকেট (৪) বেগম রোকেয়া কবীর (৫) মাজেদা শওকত আলী (৬) খালেদা খানম (৭) রওশন জাহান এমপি (৮) রওশন আরা (৯) ডাঃ লুৎফুন নেসা (১০) ফেরদৌস আরা রুনু (১১) ইলা দাস।

জাতীয় মহিলা সংস্থার কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল

কর্মজীবি মহিলাদের আবাসনের লক্ষ্যে সংস্থার ভবন কমপ্লেক্সে ৯ম থেকে ১২ তলায় ২০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি মহিলা আবাসিক হোষ্টেল রয়েছে। রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মনোরম পরিবেশের এই আবাসিক হোষ্টেলটি দেশের কর্মজীবি মহিলাদের নিরাপদ আবাসন সংকট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানা ও ওয়েবসাইট

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়:
ঠিকানা: ভবন নং- ৬, ৪র্থ তলা, বাংলাদেশ সচিবালয় আবদুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।
ওয়েবসাইট: **www.mowca.gov.bd**

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর:
ঠিকানা: ৩৭/৩ ইস্কাটন গার্ডের রোড, ঢাকা।
ওয়েবসাইট: **www.dwa.gov.bd**

জাতীয় মহিলা সংস্থা:
ঠিকানা: ১৪৫ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।
ওয়েবসাইট: **www.jsm.gov.bd**

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী:
ঠিকানা: পুরাতন হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা।
ওয়েবসাইট: **www.shishuacademy.gov.bd**

হেলপলাইন

নির্যাতনের শিকার শিশুদের জন্য	নির্যাতনের শিকার মহিলাদের জন্য
০১৭৩০৪৪৩০৫২	০১৭৩০৪৪৩০৫৪